যায়যায়দিন

তারিখ ... 23 MAY 2010
পৃষ্ঠা ... ১৬ কলাম ... ৬

রামেকে ১২ কোটি ৭৫ লাখ টাকার যন্ত্রপাতি ক্রয়ে অনিয়মের অভিযোগ

কামরুজ্জামান শাহীন রাজশাহী

রাজশাহী মেডিকেল কলেজে (রামেক) ১২ কোটি ৭৫ লাখ টাকার ভারি যন্ত্রপাতি কেনা নিয়ে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। বরাদ্দকৃত অর্থ সাধারণত হাসপাতালের পরিচালকের অনুকূলে আসার কথা থাকলেও বাস্তবে হয়েছে কলেজের অধ্যক্ষের অনুকূলে। আর প্রভাবশালীদের তদবিরে এই বিপুল অর্থের ভারি যন্ত্রপাতি কেনার কাজটি সর্বনিম্ন দরদাতাকে না দিয়ে দেয়া হয়েছে সর্বোচ্চ দরদাতাকে। এতে সরবরাহ করা যন্ত্রপাতি নিয়ে যেমন প্রশ্ন উঠেছে, তেমনি গচ্চা যাচ্ছে বিপুল পরিমাণ সরকারি অর্থ।

এদিকে কেনাকাটা নিয়ে সম্প্রতি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ গেলে এক সদস্যের উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। কিন্তু আলোচিত এই কেনাকাটার অনিয়ম নিয়ে তদন্ত করতে অপারগতা প্রকাশ করে সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য কর্মকর্তা। তিনি সম্প্রতি স্বাস্থ্য...

অভিযোগ : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৫

অভিযোগ : রামেকে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

অধিদপ্তরে এ বিষয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পরিচালকের নিয়ন্ত্রণাধীন সার্জারি, ইউরোলজি, নেফ্রোলজি, অর্থোপেডিক, নিউরো মেডিসিন, মাইক্রোবায়োলজি, ডেন্টাল, চক্ষু, শিশু সার্জারি, শিশু বিভাগ, রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিং, রেডিও থেরাপি, ক্লিনিক্যাল বিভাগের যন্ত্রপাতি কেনার জন্য চলতি অর্থবছরের (২০০৯-২০১০) মার্চে ১২ কোটি ৭৫ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। এই বিভাগগুলো দেখভালে দায়িত্ব থাকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। ওই বরাদ্দও আসে হাসপাতাল পরিচালকের অনুকূলে। সূত্র জানায়, দেশের অন্য ১৬টি সরকারি মেডিকেল কলেজের ক্ষেত্রে এসব বরাদ্দ সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল পরিচালকের অনুকূলেই হয়েছে। রহস্যজনক এবং ব্যতিক্রমী এই কাজটি শুধু রাজশাহী মেডিকেল কলেজে হয়েছে।

সূত্র জানায়, বরাদ্দের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কাছে চাহিদাপত্র পাঠানোর পর স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে এত অর্থ বরাদ্দের বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চাওয়া হয়। পরে কলেজ কর্তৃপক্ষ জবাব দেয় এবং বরাদ্দ পায়। অভিযোগ রয়েছে, বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে বাইপাস করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কিছু অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারী সহযোগিতা করে। বরাদ্দ মেলে অর্থবছরের শেষ দিকে মার্চে। কিন্তু বিপত্তি বাধে কেনাকাটার কাজ নিয়ে। সর্বনিম্ন দরদাতাকে কাজ না দিয়ে সর্বোচ্চ দরদাতাকে কাজ দেয়া হয়। এসবের মান এবং বাজার মূল্য নিয়ে রীতিমত প্রশ্ন রয়েছে। মেডিকেল কলেজের একজন অধ্যাপক নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, যদি প্রকৃত অর্থে তদন্ত হয় তবে আকাশ-পাতাল ব্যবধান মিলবে মান এবং দামের মধ্যে। সম্প্রতি এসব নিয়ে একাধিক অভিযোগ যায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে। অভিযোগে বলা হয় ক্রয় কমিটি বিপুল অঙ্কের উৎকোচ গ্রহণের বিনিময়ে ১২ কোটি ৭৫ লাখ টাকার কাজ ওই সর্বোচ্চ দরদাতাকে পাইয়ে দেয়। সরবরাহ করা যন্ত্রপাতির মান নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়। এসব অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এক সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। কমিটির একমাত্র সদস্য করা হয় রাজশাহী বিভাগের স্বাস্থ্য পরিচালক ডা. আবদুর রশিদ মৃধা।

এ বিষয়ে ল্যান্ডফোনে ডা. আবদুর রশিদ মৃধার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি যায়যায়দিনকে জানান, 'আমাকে তদন্তের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ঠিকই। কিন্তু আমি এ বিষয়ে অপারগতা প্রকাশ করেছি। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছি। কিন্তু এখনো পর্যন্ত পরবর্তী কোনো চিঠি আমার কাছে আসেনি।' তদন্ত কাজে প্রভাবশালীদের কাছ থেকে হুমকি রয়েছে কি না এমন প্রশ্নের জবাবে ডা. আবদুর রশিদ মৃধা জানান, 'কারণ তিনি বলবেন না। যেখানে জানানো আমি জানিয়েছি।' এর বেশি কিছু বলতে রাজি হননি তিনি।

তবে ক্রয় কমিটির অন্যতম সদস্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল প্রফেসর ডা. আবদুল মান্নান ক্রয়ে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, সর্বনিম্ন দরদাতা সব ধরনের শর্ত পূরণ করতে না পারায় তাকে কাজ দেয়া হয়নি। তবে সব কিছু নিয়মমত হচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি। তিনি বলেন, রাজশাহী মেডিকেল কলেজের ইতিহাসে এত যন্ত্রপাতি অতীতে কখনো আসেনি।